



কেআরসি টাইমস

স্টে এনরিচড



VOL. 1 বর্ষ ১ শিলচর, বৃহস্পতিবার, ২২ অক্টোবর, ২০২৬ ইংরেজি ৮ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ www.krctimes/bangla
ISSUE-11 22th October 2026 Thursday KRC TIMES Membership E-Copy East and NE India Edition Email : krctimes@gmail.com

আজকের সব তাজা ও গুরুত্বপূর্ণ খবর পেতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় পড়ুন আমাদের ই-পপার।
সাবস্ক্রিপশনের জন্য যোগাযোগ করুন : ৮৭২১৮৩৮৩১৩

SUBSCRIBE
₹300 / year

WhatsApp payment details : 8721838313
info@krctimes.org

বঙাইগাঁওয়ের হোটেলে অসমের ডিএসপি মৃতদেহ উদ্ধার, তদন্তে পুলিশ

বঙাইগাঁও : অসমের মুখ্যমন্ত্রীর ভিজিটাল সেলের ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ (ডিএসপি) খারগেশ্বর রাতার মৃতদেহ বৃহস্পতিবার বঙাইগাঁওয়ের একটি হোটেলের ঘর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। মৃতদেহটি আংশিক পচনধরা অবস্থায় ছিল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৮ অক্টোবর দুর্গাপুজোর ছুটিতে তিনি হোটেল জাহুবী রিজেন্সির ১০২ নম্বর ঘরে উঠেছিলেন। বঙাইগাঁওয়ের সিনিয়র সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ নুমল মাহাতো জানিয়েছেন, আধিকারিকের শারীরিক অসুস্থতার সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এখনও জানা যায়নি। পরে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বঙাইগাঁও মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়।

সিঁদুরখেলা ঢাকের তালে বিদায় মাকে, বিষাদের সুরে শিলচর

সদরঘাটে প্রতিমা নিরঞ্জন শুরু, নিরাপত্তায় পুলিশ-এনডিআরএফ-এসডিআরএফ

শিলচর : ঢাকের আওয়াজ, শঙ্খধ্বনি আর ‘আসছে বছর আবার হবে’ স্লোগানে বুধবার দুর্গাপুজোর বিদায়পর্বে আবেগে ভাসল শিলচর। পাঁচ দিনের উৎসব শেষে সদরঘাটে শুরু হল প্রতিমা নিরঞ্জন।



সিঁদুরখেলা, ঢাকের তালে নাচ এবং শোভাযাত্রার আনন্দের মধ্যেও মা দুর্গাকে বিদায় জানাতে গিয়ে অনেকের চোখে দেখা গেল বিষাদের ছায়া। শিলচর পুর নিগমের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, বুধবার সকাল ৭টা থেকে সদরঘাটে নিরঞ্জন শুরু হয়। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত প্রায় ২০টি প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। অধিকাংশই ছিল বাড়ির পুজোর প্রতিমা। বৃহস্পতিবারও নিরঞ্জন প্রক্রিয়া চলবে। পুজোর দিনগুলিতে শহরের মণ্ডপগুলিতে বিপুল ভিড় হলেও পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ ছিল

বলে জানিয়েছেন কাছাড়ের পুলিশ সুপার পাথপ্রতিম দাস। নিরঞ্জন নির্বিয়ে সম্পন্ন করতে সদরঘাটে পুলিশ, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ) এবং রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ) মোতায়েন করা হয়েছে। নিরাপত্তার স্বার্থে নিরঞ্জনযাত্রায় বড় শব্দযন্ত্র ব্যবহারে বিধিনিষেধ জারি করেছে প্রশাসন। তবে ঐতিহ্যবাহী ঢাক বাজিয়ে শোভাযাত্রায় অংশ নেওয়ার অনুমতি রয়েছে। প্রতিমার সঙ্গে ঘাটে প্রবেশের ক্ষেত্রেও মানুষের সংখ্যা সীমিত রাখা হয়েছে। প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হল এ বছরের দুর্গোৎসবের আনুষ্ঠানিক পর্ব। বিদায়ের সুর ছাপিয়ে এখন শহরবাসীর মনে আগামী বছরের অপেক্ষা; আবার আসবেন মা দুর্গা।

খোংবান সুনুরকে তিন নাগরিকের খুন : বিচার চেয়ে উত্তাল মণিপুর

রাজ্যজুড়ে অবস্থান বিক্ষোভ, শান্তি ফেরানোর সরকারি দাবি নিয়ে প্রশ্ন

ইম্ফল : মণিপুরের খোংবান সুনুরকে তিন কাঠুরের হত্যার ঘটনায় দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও কঠোর শাস্তির দাবিতে বুধবার রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হল। গত ১৯ অক্টোবর জঙ্গলে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে তিন নাগরিকের মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। হামলায় আরও কয়েকজন আহত হয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে।

বিক্ষোভকারীরা অভিযোগ করেন, রাজ্যে শান্তি ও স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফেরানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা এখনও নিশ্চিত হয়নি।

তাঁদের বক্তব্য, দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতে জঙ্গলে কাঠ সংগ্রহ করতে যাওয়া মানুষেরও যদি



প্রাণ হারাতে হয়, তবে শান্তি ফেরার সরকারি দাবি কতটা বাস্তবসম্মত, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

এক বিক্ষোভকারী বলেন, দীর্ঘদিন ধরে মণিপুরের মানুষ শান্তি, স্থিতিশীলতা ও স্বাভাবিক জীবনে ফেরার অপেক্ষায় রয়েছেন। অথচ পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। হিংসা বন্ধ করে মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারেরই বলে তিনি মন্তব্য করেন।

অন্য এক বিক্ষোভকারী নাগা ও মেইতেই সম্প্রদায়ের মানুষের উপর ধারাবাহিক প্রাণঘাতী হামলার প্রসঙ্গ তুলে সরকারের শান্তি ফেরানোর দাবি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর অভিযোগ, বাস্তব পরিস্থিতি উপেক্ষা করে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচার গ্রহণযোগ্য নয়।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, খোংবান সুনুরকের হত্যাকাণ্ডের নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনতে হবে। পাশাপাশি, ভবিষ্যতে সাধারণ নাগরিকদের উপর হামলা ঠেকাতে কার্যকর নিরাপত্তাব্যবস্থা গড়ে তোলারও দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। ঘটনায় রাজ্যজুড়ে ক্ষোভের পাশাপাশি মণিপুরে স্থায়ী শান্তি ফেরানো নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

মিজোরামের মুখ্য তথ্য কমিশনার হিসেবে শপথ হে লালেংমাউইয়ার

আইজল : মিজোরামের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রসচিব হে লালেংমাউইয়া রাজ্যের মুখ্য তথ্য কমিশনার হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছেন। ২১ অক্টোবর আইজলের লোকভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল বিজয় কুমার সিং তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্তমন্ত্রী ভানলালহুনা, বিরোধী দলনেতা লালছানদামা রালতে-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।



লালেংমাউইয়া ১৯৯১ সালে মিজোরাম সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। ২০১৪ সালের ১৯ মার্চ তিনি ভারতীয় প্রশাসনিক পরিষদে (আইএএস) অন্তর্ভুক্ত হন। দীর্ঘ প্রশাসনিক কর্মজীবনে তিনি যুগ্ম মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক, রাজ্য প্রোটোকল আধিকারিক এবং স্কুলশিক্ষা অধিকর্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। এ ছাড়া স্বরাষ্ট্র, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ দফতরে কমিশনার ও সচিব হিসেবেও কাজ করেছেন তিনি। ২০২৪ সালে এক মাসের জন্য মিজোরামের মুখ্যসচিবের দায়িত্ব সামলান লালেংমাউইয়া।

অসমে মাদকবিরোধী উদ্যোগ ও যুবসমাজের ক্ষমতায়নে মোদিকে বার্তা রাজ্যপালের

নয়াদিল্লি : অসমে যুবসমাজের ক্ষমতায়ন, মাদকাসক্তি প্রতিরোধ এবং জাতীয় নিরাপত্তা ও দেশপ্রেমের বোধ জোরদারে লোকভবনের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে জানানো রাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্য। সোমবার দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতে তিনি ‘নেশামুক্ত যুবা ফর বিকশিত ভারত’ এবং ‘নমো মাতৃভূমি সুরক্ষা এবং স্বাবলম্বন সংকল্প সপ্তাহ’ কর্মসূচির কথা তুলে ধরেন।

লোকভবনের বিবৃতি অনুযায়ী, এই উদ্যোগগুলির লক্ষ্য তরুণদের মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করা, আত্মনির্ভরতার মনোভাব গড়ে তোলা এবং দেশ গঠনে তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। সাক্ষাতে



আচার্য তাঁর সাম্প্রতিক মঙ্গোলিয়া সফরের অভিজ্ঞতাও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভাগ করে নেন।

এদিকে, অসমে মাদকবিরোধী অভিযান জোরদার করেছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার দাবি, গত মাসে প্রায় ৮০ কোটি টাকার মাদক বাজেয়াপ্ত হয়েছে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১১ থেকে ২০২৬ সালের জুলাই পর্যন্ত মাদক মামলায় ৩২ হাজারেরও বেশি মানুষ গ্রেফতার হয়েছেন। বাজেয়াপ্ত মাদকের মোট মূল্য ৩,০৫৪ কোটি টাকা।

দুর্গাপুজোয় গুয়াহাটিতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত ৯, আহত ১০৫

গুয়াহাটি : দুর্গাপুজোর ছয় দিনে গুয়াহাটিতে পথ দুর্ঘটনায় ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে, আহত হয়েছেন আরও ১০৫ জন। ১৬ থেকে ২১ অক্টোবরের মধ্যে দুর্ঘটনায় আহত মোট ১১৪ জনকে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে (জিএমসিএইচ) চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল। হাসপাতাল সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে। আহতদের মধ্যে ৬৭ জন পুরুষ এবং ১৫ জন মহিলা। বাকি রোগীদের লিঙ্গসংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়নি। আহতদের প্রায় ২০ শতাংশের

অবস্থা আশঙ্কাজনক ছিল বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের কয়েকজনের এখনও চিকিৎসা চলছে। উৎসবের দিনগুলিতে শহরের বিভিন্ন পুজোমণ্ডপে দর্শনার্থীদের ভিড় এবং যানবাহনের চাপ বাড়ায় পথ নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। দুর্ঘটনার একটি উল্লেখযোগ্য অংশে দু'চাকার যান জড়িত ছিল বলে জানা গিয়েছে। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় গুয়াহাটিতে মোট পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা ১৫ শতাংশ কমেছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে দাবি করা হয়েছে।



বৃহস্পতিবার, ৪ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ২২ অক্টোবর, ২০২৬ ইংরেজি

তেরঙ্গা, লাদাখ ও সংরক্ষণ: গণতন্ত্রের পরীক্ষায় সরকার!

গণতন্ত্রের শক্তি শুধু নির্বাচন বা সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সরকার গঠনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তার প্রকৃত পরীক্ষা হয় বিরোধীদের সঙ্গে আচরণ, প্রান্তিক মানুষের দাবি শোনা এবং সাংবিধানিক বিধানের সঙ্গে সামাজিক ন্যায়ের সমন্বয় ঘটানোর ক্ষেত্রে। সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনা; ‘লেহরা দো তিরঙ্গা’ কর্মসূচিতে অনুমতি না দেওয়া, লাদাখের সাংবিধানিক দাবিতে অচলাবস্থা এবং তামিলনাড়ুতে ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের সংরক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশ খারিজ; এই প্রশ্নগুলিকেই সামনে এনেছে।

দিল্লি ও বেঙ্গালুরুতে জাতীয় পতাকা নিয়ে কর্মসূচির অনুমতি না দেওয়ার ঘটনাকে নিছক প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যান চলাচল, আইনশৃঙ্খলা এবং আদালতের নির্দেশ মেনে চলা প্রশাসনের দায়িত্ব। কিন্তু সেই দায়িত্ব পালনের নামে শান্তিপূর্ণ জমায়েত ও প্রতিবাদের অধিকার কতটা সীমিত করা হচ্ছে, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের অধিকার কোনও রাজনৈতিক দলের একচেটিয়া নয়। আবার পতাকার আবেগকে ব্যবহার করে আইন এড়ানোর সুযোগও থাকতে পারে না। তাই প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত হতে হবে স্বচ্ছ, যুক্তিসংগত ও আনুপাতিক। বিকল্প স্থান বা সময়ের ব্যবস্থা করে অপ্রয়োজনীয় সংঘাত এড়ানো সম্ভব হলে তা বিবেচনা করা উচিত।

লাদাখের পরিস্থিতি আরও গভীর উদ্বেগের বিষয়। রাজ্যের মর্যাদা, বিধানসভা, সাংবিধানিক সুরক্ষা, জমির অধিকার, সাংস্কৃতিক পরিচয় ও কর্মসংস্থান নিয়ে স্থানীয় মানুষের দাবি দীর্ঘদিনের। লেহ অ্যাপেক্স বডি ও কার্গিল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্সের সঙ্গে কেন্দ্রের আলোচনা সমাধানে পৌঁছতে না পারা সেই উদ্বেগকে আরও বাড়িয়েছে। সীমান্তবর্তী অঞ্চলে মানুষের আস্থা ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কেন্দ্রের পক্ষে প্রতিটি দাবি মেনে নেওয়া সম্ভব না-ও হতে পারে, কিন্তু অনির্দিষ্টকাল আলোচনা চালিয়ে যাওয়াও সমাধান নয়। প্রয়োজন স্পষ্ট প্রস্তাব, যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা এবং সময়বদ্ধ অগ্রগতি। আন্দোলনকারী নেতৃত্বেরও উচিত বাস্তবায়নযোগ্য দাবির রূপরেখা স্পষ্ট রাখা।

তামিলনাড়ুতে ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের সংরক্ষণ সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশ খারিজের ঘটনাটি সামাজিক ন্যায় ও আইনি বৈধতার সম্পর্ককে সামনে এনেছে। আদালতের বক্তব্য অনুযায়ী, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেই কেউ স্বয়ংক্রিয়ভাবে রাজ্যের স্বীকৃত অনগ্রসর মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হন না। সংরক্ষণের যোগ্যতা নির্ধারণ করতে হবে প্রযোজ্য আইন ও স্বীকৃত মানদণ্ডের ভিত্তিতে। প্রশাসনিক নির্দেশ দিয়ে আইনি শর্তের বিকল্প তৈরি করা যায় না। তবে ধর্মান্তরের ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বঞ্চনা সম্পূর্ণ দূর হয়ে যায়, এমন ধারণাও বাস্তবসম্মত নয়। তাই সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য বজায় রেখেই আইনসম্মত সমাধানের পথ খুঁজতে হবে।

পঞ্জাবে মাদকবিরোধী কর্মী পরমিন্দর সিং ঝোটার খুনকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছে। মাদক ও সংগঠিত অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই শুধু নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির বিষয় নয়; এটি জননিরাপত্তা ও তরুণ প্রজন্মের ভবিষ্যতের সঙ্গে জড়িত। নিরপেক্ষ তদন্ত, অপরাধীদের বিচার এবং মাদক সরবরাহের নেটওয়ার্ক ভাঙাই হওয়া উচিত সরকারের অগ্রাধিকার। রাজনৈতিক অভিযোগের চেয়ে কার্যকর পদক্ষেপ ও ফলাফলের ভিত্তিতে জবাবদিহি বেশি জরুরি।

একইভাবে, উত্তরাখণ্ডে তামাক ও নিকোটিনযুক্ত গুটখা-পানমশলার উপর নিষেধাজ্ঞা জনস্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। কিন্তু নির্দেশ জারি করাই যথেষ্ট নয়। উৎপাদন, সরবরাহ ও বিক্রির উপর ধারাবাহিক নজরদারি, আইনভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা এবং আসক্তি ছাড়ার সহায়তা নিশ্চিত না হলে নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে পারে।

ঘটনাগুলি ভিন্ন হলেও মূল প্রশ্ন এক; ক্ষমতার ব্যবহার কতটা ন্যায়সঙ্গত? গণতন্ত্রে আইন মানা যেমন জরুরি, তেমনই জরুরি নাগরিকের অধিকার রক্ষা এবং সরকারের সিদ্ধান্তের জবাবদিহি। রাষ্ট্রের শক্তি শুধু নিষেধাজ্ঞা জারি বা বিরোধীদের দমন করার ক্ষমতায় নয়; বরং যুক্তি দিয়ে সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করা, অসন্তোষকে সংলাপে রূপান্তরিত করা এবং ন্যায়সংগত সমাধান নিশ্চিত করার দক্ষতায়। ক্ষমতা থাকবে, কিন্তু তার প্রয়োগ হবে ন্যায়ের ভিত্তিতে; এই নীতিই গণতন্ত্রের প্রকৃত পরীক্ষা।

ঝুমবার্গ ফোরাম : বিশ্ববাজারে ভারতের নেতৃত্বের দাবি

অস্থির বিশ্বে নির্ভরযোগ্য অংশীদার হিসেবে ভারতকে তুলে ধরলেন মোদি, ‘মধ্যশক্তি’ পরিচয়ের সীমাবদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন জয়শঙ্করের

অস্থির বিশ্বে নির্ভরযোগ্য অংশীদার হিসেবে ভারতকে তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অন্যদিকে, ‘মধ্যশক্তি’ পরিচয়ের সীমাবদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ভারতের বৃহত্তর ভূরাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিত দিলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। তবে আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের দাবি প্রতিষ্ঠা করতে হলে বক্তব্যের পাশাপাশি বাস্তব সাফল্যও জরুরি।

বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতির দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে ভারত নিজেকে কতটা স্বাধীন, নির্ভরযোগ্য ও প্রভাবশালী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে, সেই প্রশ্নই বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত অষ্টম ঝুমবার্গ নিউ ইকনমি ফোরামে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভারতকে বিশ্ব অর্থনীতির একটি স্থিতিশীল ও নির্ভরযোগ্য অংশীদার হিসেবে তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর প্রচলিত ‘মধ্যশক্তি’ পরিচয়ের সীমাবদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ভারতের আন্তর্জাতিক অবস্থানকে আরও বৃহত্তর পরিসরে দেখার আহ্বান জানিয়েছেন।

২০১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই ফোরামের সম্মেলন প্রথমবারের মতো ভারতে অনুষ্ঠিত হওয়া নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। আন্তর্জাতিক অর্থনীতি, প্রযুক্তি, জ্বালানি, বাণিজ্য ও ভূরাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের উপস্থিতি ভারতের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের প্রতিফলন। তবে কোনও আন্তর্জাতিক সম্মেলনে দেশের গুরুত্ব তুলে ধরা এবং বাস্তবে বিশ্ব নেতৃত্বের উপযুক্ত হয়ে ওঠা এক বিষয় নয়। ভারতের সামনে এখন প্রধান চ্যালেঞ্জ হল, তার অর্থনৈতিক সম্ভাবনা ও কূটনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে দীর্ঘস্থায়ী আন্তর্জাতিক প্রভাবে রূপান্তরিত করা।

কোভিড-১৯ মহামারি, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত এবং আমেরিকা-চীন প্রতিদ্বন্দ্বিতা আন্তর্জাতিক অর্থনীতির প্রচলিত কাঠামোকে অনেকটাই বদলে দিয়েছে। সরবরাহ শৃঙ্খল, জ্বালানি, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ, প্রযুক্তি ও আর্থিক ব্যবস্থাকে এখন শুধু বাণিজ্যের উপকরণ হিসেবে দেখা হচ্ছে না; এগুলি ক্রমশ কৌশলগত ক্ষমতা ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের মাধ্যম হয়ে উঠছে।

এই পরিস্থিতিতে মোদির বক্তব্যের মূল সুর হল, ভারত অন্য দেশের ক্ষতির বিনিময়ে উন্নতি করতে চায় না; বরং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে নিজের এবং বিশ্বের অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখতে চায়। এই বার্তা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বিভিন্ন দেশ এখন এমন অংশীদার খুঁজছে, যাদের উপর দীর্ঘমেয়াদে নির্ভর করা যায়।

ভারতের বৃহৎ বাজার, বিপুল জনসংখ্যা, ডিজিটাল পরিকাঠামো এবং ক্রমবর্ধমান উৎপাদনক্ষমতা তাকে এই সুযোগ দিয়েছে। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি চিনের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা কমাতে চাইলে ভারত বিকল্প উৎপাদন ও সরবরাহকেন্দ্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু এই সম্ভাবনাকে বাস্তব সাফল্যে পরিণত করতে হলে শুধু বাজারের আকার যথেষ্ট নয়। উন্নত পরিকাঠামো, দক্ষ শ্রমশক্তি, গবেষণা, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং স্থিতিশীল ব্যবসায়িক পরিবেশও নিশ্চিত করতে হবে।

ফোরামে মোদি ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার, বৈদেশিক মুদ্রার ভান্ডার এবং চলতি খাতের ঘাটতির মতো সূচক তুলে ধরে দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার কথা বলেছেন। তাঁর বক্তব্যে প্রশাসনিক সংস্কার, ডিজিটাল জনপরিকাঠামো, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগ আকর্ষণের বিষয়গুলিও গুরুত্ব পেয়েছে।

এই সাফল্যগুলি আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের কাছে ভারতের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়াতে পারে। তবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পরিসংখ্যানই কোনও দেশের উন্নয়নের সম্পূর্ণ চিত্র নয়। সেই প্রবৃদ্ধি কতটা কর্মসংস্থান তৈরি করছে, গ্রামীণ ও শহুরে অর্থনীতির মধ্যে বৈষম্য কতটা কমছে এবং সাধারণ মানুষের আয় ও জীবনযাত্রার মান কতটা উন্নত হচ্ছে, সেই প্রশ্নগুলিও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্ব অর্থনীতিতে নেতৃত্বের দাবি প্রতিষ্ঠা করতে হলে ভারতকে এমন উন্নয়নের মডেল তৈরি করতে হবে, যার সুফল সমাজের বৃহত্তর অংশের কাছে পৌঁছায়। উৎপাদন

বৃদ্ধি ও বিদেশি বিনিয়োগের পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দক্ষতা উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানে ধারাবাহিক অগ্রগতি জরুরি। আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের অর্থনৈতিক শক্তির পরিচয় তখনই আরও বিশ্বাসযোগ্য হবে, যখন দেশের অভ্যন্তরীণ উন্নয়নও সেই শক্তির প্রমাণ দেবে।

মোদির বক্তব্যের একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল ক্ষমতার ধারণা নিয়ে তাঁর ব্যাখ্যা। প্রচলিত ভূরাজনীতিতে ক্ষমতা বলতে সামরিক শক্তি, অর্থনৈতিক আধিপত্য এবং অন্য দেশের উপর প্রভাব বিস্তারের সামর্থ্যকে বোঝানো হয়। কিন্তু মোদি ‘পাওয়ার টু এমপাওয়ার’ বা অন্যকে সক্ষম করে তোলার ক্ষমতার ধারণাকে সামনে এনেছেন।

কোভিড মহামারির সময় ওষুধ ও টিকা সরবরাহ, ডিজিটাল পরিষেবার সম্প্রসারণ এবং ভারতের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে তিনি দেশের আন্তর্জাতিক সক্ষমতার উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি ভারতের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সম্ভাবনা তৈরি করে। উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য, ডিজিটাল পরিষেবা ও দক্ষতা বিনিময়ের মাধ্যমে ভারত তার আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে আরও বিস্তৃত করতে পারে।

তবে এই সম্ভাবনাকে কার্যকর করতে হলে প্রযুক্তি ও গবেষণায় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সেমিকন্ডাক্টর, সাইবার নিরাপত্তা এবং উন্নত উৎপাদনের মতো ক্ষেত্রে নিজস্ব সক্ষমতা না বাড়ালে ভারতকে গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তির জন্য অন্য দেশের উপর নির্ভর করতে হবে। অন্যকে সক্ষম করে তোলার দাবি তখনই বাস্তব অর্থ পাবে, যখন ভারত নিজেও প্রযুক্তিগতভাবে আরও স্বনির্ভর হয়ে উঠবে।

ফোরামে জয়শঙ্করের বক্তব্যে রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। ইউক্রেন যুদ্ধের পর রাশিয়া ও পশ্চিম দেশগুলির সম্পর্কের অবনতি মস্কোর আন্তর্জাতিক অবস্থানকে পরিবর্তিত করেছে। পশ্চিম নিষেধাজ্ঞার ফলে রাশিয়ার অর্থনৈতিক ও কৌশলগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে চিনের গুরুত্ব বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক বজায় রাখা এবং মস্কোর বিকল্প অংশীদারিত্বের পরিসর বিস্তারে ভূমিকা নেওয়া নয়াদিল্লির কৌশলের অংশ।

ভারতের সামনে অবশ্য ভারসাম্য রক্ষার কঠিন চ্যালেঞ্জ রয়েছে। রাশিয়ার সঙ্গে প্রতিরক্ষা ও জ্বালানি সম্পর্ক যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই আমেরিকা, ইউরোপ এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য, প্রযুক্তি ও নিরাপত্তা সহযোগিতাও জরুরি। কোনও একটি শক্তিশালী উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা ভারতের স্বাধীন বিদেশনীতি পরিচালনার সুযোগকে সংকুচিত করতে পারে।

তাই ভারতের কূটনৈতিক সাফল্য নির্ভর করবে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখেও নিজস্ব জাতীয় স্বার্থ কতটা সুরক্ষিত করা যায়, তার উপর। কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন মানে সব পক্ষের সঙ্গে সমান দূরত্ব বজায় রাখা নয়; বরং প্রতিটি বিষয়ে দেশের দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়ার সক্ষমতা অর্জন করা।

জয়শঙ্করের ‘মধ্যশক্তি’ পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন ভারতের বৃহত্তর আন্তর্জাতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। তাঁর বক্তব্যের তাৎপর্য হল, জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক সম্ভাবনা এবং ভূরাজনৈতিক অবস্থানের বিচারে ভারতকে কেবল একটি মধ্যম শক্তি হিসেবে সীমাবদ্ধ করে দেখা উচিত নয়।

তবে কোনও দেশের আন্তর্জাতিক অবস্থান শুধু তার জনসংখ্যা বা অর্থনীতির আকার দিয়ে নির্ধারিত হয় না। সামরিক সক্ষমতা, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ, আর্থিক প্রভাব, কূটনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতা এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে কার্যকর ভূমিকা রাখার সামর্থ্যও গুরুত্বপূর্ণ। এই ক্ষেত্রগুলিতে ভারতের অগ্রগতি হয়েছে, কিন্তু আরও অনেক পথ অতিক্রম করা বাকি।

ড. ডি. কে. গিরি
প্রফেসর অব প্র্যাকটিস,
ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট,
ভুবনেশ্বর

১৯৬২-র যুদ্ধবীর নীলম তেবির স্মরণে অরুণাচলে ৫ কোটির স্মৃতিসৌধ

৪৫ হাজার বর্গমিটার জমিতে নির্মাণের উদ্যোগ, থাকবে শহিদদের নামাঙ্কিত ফলক

ইটানগর : ১৯৬২ সালের ভারত-চীন যুদ্ধে দেশের সুরক্ষায় প্রাণ দেওয়া অসম রাইফেলসের জওয়ান নীলম তেবিকে শ্রদ্ধা জানাতে ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে যুদ্ধস্মারক নির্মাণ করছে অরুণাচল প্রদেশ সরকার। কেয়ি পন্যের জেলায় প্রায় ৪৫ হাজার বর্গমিটার জমিতে এই স্মৃতিসৌধ গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে তেবির আত্মত্যাগের পাশাপাশি যুদ্ধে শহিদ অন্যান্য সেনার অবদানও স্মরণ করা হবে।

তেবির মৃত্যুর ৬৪তম বার্ষিকী উপলক্ষে ২০ অক্টোবর স্মৃতিসৌধ নির্মাণস্থলে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ভারতীয় সেনার ১৯তম ব্যাটালিয়ন, জাট রেজিমেন্টের সদস্য, ইন্দো-তিব্বত সীমান্ত পুলিশ (আইটিবিপি)-র আধিকারিক এবং স্থানীয় বিশিষ্টজনবরা। প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের নির্মাণকাজের জন্য রাজ্য সরকার ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। লোয়ার সুবনসিরি জেলার নিয়েলাম গ্রামের বাসিন্দা তেবি ১৯৬২ সালে চিনা



আক্রমণের সময় পঞ্চম অসম রাইফেলসে কর্মরত ছিলেন। কামেং সেক্টরে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময় ১৯ অক্টোবর তিনি গুরুতর আহত হন। পরদিন, ২০ অক্টোবর তাঁর মৃত্যু হয় বলে সামরিক সূত্রে জানা গিয়েছে।

আইটিবিপির ৬০তম ব্যাটালিয়নের কমান্ড্যান্ট থাংলিয়ান মাং তেবির সাহসিকতার কথা স্মরণ করে বলেন, এই স্মৃতিসৌধ দেশের প্রতিরক্ষায় আত্মবলিদান দেওয়া সেনাদের অবদান সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। জাট রেজিমেন্টের মেজর ভানু মহেশও তেবির বীরত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

তাঁর মতে, দীর্ঘদিন ধরে নিজের রাজ্যে তুলনামূলকভাবে অপরিচিত থেকে যাওয়া এই যুদ্ধবীরের অবদান নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরবে স্মৃতিসৌধটি। প্রস্তাবিত স্মৃতিসৌধে থাকবে শহিদদের নামাঙ্কিত ফলক, একটি সেনোটাক, জাদুঘর তথা অস্ত্রাগার, তেবির মূর্তি, প্রবেশদ্বার, যাতায়াতের রাস্তা, বাগান, দর্শনীয় স্থান, ক্যাফেটেরিয়া ও পার্কিংয়ের ব্যবস্থা। পরবর্তী পর্যায়ে একটি সাঁজোয়া ট্যাক ও হেলিকপ্টার স্থাপনের পরিকল্পনাও রয়েছে।

প্রকল্পের জন্য নিয়েলাম গ্রামের বাসিন্দারা স্থানীয় নীলম সোসাইটির মাধ্যমে জমি দান করেছেন। প্রশাসনের আশা, তাওয়াং ও ওয়ালংয়ের যুদ্ধস্মারকের পাশাপাশি এই স্মৃতিসৌধও ভারতের সামরিক ইতিহাসে আগ্রহী পর্যটকদের আকর্ষণ করবে। এর মাধ্যমে ১৯৬২ সালের যুদ্ধে দেশের সীমান্ত রক্ষায় আত্মত্যাগ করা সেনাদের বীরত্ব ও অবদান সংরক্ষিত থাকবে।

শিলচরে বাইকের ধাক্কায় পথচারীর মৃত্যু, দুর্ঘটনার পর পালাল চালক

শিলচর : সন্ধ্যায় রাস্তা পার হতে গিয়েছিলেন। কিন্তু বাড়ি ফেরা হল না ৬০ বছরের জাকির হুসেন মজুমদারের। দ্রুতগতির একটি মোটরবাইকের ধাক্কায় মৃত্যু হল তাঁর। বুধবার সন্ধ্যা প্রায় ৭টা নাগাদ কাছাড়ের শিলচর সংলগ্ন উত্তর কৃষ্ণপুরের অউলিয়া বাজারের কাছে জাতীয় সড়ক ৩০৬-এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনার পর বাইকটি ফেলে চালক পালিয়ে যান বলে অভিযোগ। মৃত জাকির হুসেন মজুমদার অসমের সোনাই এলাকার বরহালির বাসিন্দা। স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গিয়েছে, রাস্তা পার হওয়ার সময় দ্রুতগতির বাইকটি তাঁকে ধাক্কা মারে। আঘাত এতটাই গুরুতর ছিল যে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

দুর্ঘটনার পর বাইকটি রাস্তায় ফেলে রেখে চালক পালিয়ে যান বলে স্থানীয়দের দাবি। খবর পেয়ে প্রায় এক ঘণ্টা পর রাস্তার পাশে থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

এরপর সোনাই থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছলে তাদের আসতে দেরি হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন সেখানে জড়ো হওয়া লোকজন। দুর্ঘটনার প্রায় দু'ঘণ্টা পর সোনাই থানার পুলিশ পৌঁছয় বলে স্থানীয় সূত্রে দাবি করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, জাকির হুসেন স্থানীয় একটি ওয়ার্কশপে রাতের প্রহরী হিসেবে কাজ করতেন। সেই ওয়ার্কশপের সামনেই দুর্ঘটনাটি ঘটে। তাঁর মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। দুর্ঘটনার পর বাইক ফেলে চালকের পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

পুলিশ স্মরণ দিবসে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা হিমন্তুর

গুয়াহাটি : রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষায় কর্তব্য পালন করতে গিয়ে স্বাধীনতার পর থেকে প্রাণ হারিয়েছেন অসম পুলিশের ৯০০-রও বেশি কর্মী। বুধবার পুলিশ স্মরণ দিবসে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। শহিদ পুলিশকর্মীদের স্মরণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে তাঁদের সাহস ও আত্মত্যাগের কথা তুলে ধরেন তিনি।

সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী জানান, অসমের মানুষের পক্ষ থেকে তিনি কর্তব্যরত অবস্থায় প্রাণ দেওয়া ৯০০-রও বেশি পুলিশকর্মীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তাঁদের আত্মত্যাগ রাজ্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

হিমন্তের বক্তব্য, দীর্ঘদিনের অশান্তি ও নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জ পেরিয়ে অসমে যে শান্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে, তা ধরে রাখা জরুরি। রাজ্যে জঙ্গি তৎপরতা প্রায়



প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ করবে বলেও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

পুলিশ স্মরণ দিবসে অসম পুলিশের কর্মীদেরও অভিনন্দন জানান মুখ্যমন্ত্রী। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তাঁদের নিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধের কথা তুলে ধরেন তিনি।

রাজ্যের নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নতির কথা বলার পাশাপাশি শহিদ পুলিশকর্মীদের আত্মত্যাগ স্মরণ করিয়ে দিয়ে হিমন্তের বার্তা, শান্তি বজায় রাখা শুধু প্রশাসনের নয়, গোটা রাজ্যের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

ত্রিপুরার যুবককে ‘চিনা’ বলে কটাক্ষের অভিযোগ

ডিজিকে দিল্লি পুলিশের সঙ্গে সমন্বয়ের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার

আগরতলা : উত্তর-পূর্ব ভারতের এক যুবককে তাঁর চেহারা নিয়ে কটাক্ষ এবং ‘চিনা’ বলে সম্বোধন করার অভিযোগ ঘিরে বিতর্ক তীব্র হয়েছে। এই ঘটনায় ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা রাজ্য পুলিশের ডিজিকে দিল্লি পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় রেখে পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, আইন আইনের পথেই চলবে।

অভিযোগ, আমির শোকিন নামে এক ব্যক্তি, যিনি নিজেকে কনটেস্ট ক্রিয়েটর বলে পরিচয় দেন, একটি ভিডিওয় ত্রিপুরার ওই যুবককে নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করেন। ভিডিওটি সামনে আসার পরই উত্তর-পূর্বের মানুষের চেহারা ও পরিচয় নিয়ে জাতিগত ছকবদ্ধ ধারণা এবং বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ছড়ায়। মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা জানিয়েছেন, বিষয়টি নিয়ে দিল্লি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে হবে। অভিযোগের তদন্ত ও আইনি প্রক্রিয়ার দিকেই এখন নজর।

ঘটনায় কড়া পদক্ষেপের দাবি তুলেছেন তিপ্রা মোখার প্রতিষ্ঠাতা প্রদ্যোত কিশোর মাণিক্য দেববর্মা। ২১ অক্টোবর তিনি বলেন, ত্রিপুরার মানুষের বিরুদ্ধে জাতিগত বিদ্বেষকে নিছক রসিকতা বা সোশ্যাল মিডিয়ায়



জনপ্রিয়তা পাওয়ার কৌশল বলে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। প্রদ্যোতের বক্তব্য, এ ধরনের মন্তব্য শুধু জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষকেই আঘাত করে না, ত্রিপুরার সামগ্রিক পরিচয় ও মর্যাদাকেও অসম্মান করে। কারও চেহারা বা আঞ্চলিক পরিচয়ের ভিত্তিতে তাঁকে বিদ্বেষ করার প্রবণতা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন বলেও তিনি দাবি করেন।

এদিকে, বিতর্কের মধ্যে ক্ষমা চেয়েছেন আমির শোকিন। ফেসবুকে দেওয়া একটি পোস্টে তাঁর দাবি, ভিডিওটি আগে থেকে পরিকল্পিত ছিল এবং সেখানে থাকা যুবক তাঁর পরিচিত। তবে ভিডিওটি ঘিরে বিতর্ক নতুন করে সামনে এনেছে উত্তর-পূর্ব ভারতের মানুষের বিরুদ্ধে জাতিগত বিদ্বেষের প্রশ্ন।

২৪ ঘণ্টায় অসমে ১৬ বাংলাদেশি আটক, সীমান্ত ও রেল পৃথক অভিযান

গুয়াহাটি : সীমান্তে নজরদারি ও অবৈধ অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করেছে অসম পুলিশ। গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যের দুই পৃথক অভিযানে ১৬ জন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করা হয়েছে। দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলায় আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে ১৩ জন বাংলাদেশি ও এক ভারতীয় নাগরিককে আটক করা হয়। অন্যদিকে, লামডিং রেল জংশনে গুয়াহাটি,সাইরাং এক্সপ্রেস থেকে আটক করা হয়েছে আরও তিন বাংলাদেশিকে।

সোমবার রাতে দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলার কুচনিমারা এলাকায় অভিযান চালায় মানকাচর পুলিশ। আটক ১৪ জনের মধ্যে পাঁচজন মহিলা, দু'জন নাবালক এবং ছ'জন পুরুষ বাংলাদেশি নাগরিক রয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে আটক করা হয়েছে ভারতীয় নাগরিক মোকসেদুর রহমানকেও।

প্রাথমিকভাবে পুলিশের কাছে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশি নাগরিকরা ভারতের বিভিন্ন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে শ্রমিক হিসেবে কাজ করছিলেন। দেশে ফেরার উদ্দেশ্যেই তাঁরা সীমান্তের দিকে যাচ্ছিলেন বলে অনুমান করা হচ্ছে। তবে তাঁদের সঙ্গে থাকা মোকসেদুরের ভূমিকা কী, তা এখনও স্পষ্ট নয়। আটক ১৪ জনকে মানকাচর থানায় রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে পুলিশের আনুষ্ঠানিক বিবৃতি এখনও পাওয়া যায়নি।

অন্য একটি অভিযানে সোমবার গুয়াহাটি,সাইরাং এক্সপ্রেস থেকে তিন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করে রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ)। লামডিং রেল জংশনে ট্রেনটির ১৫৬০৯ নম্বর পরিষেবা থেকে তাঁদের আটক করা হয়। ধৃতদের নাম বিলাল হুসেন, আমির আলি ও হাসান মিয়া। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, তাঁরা বাংলাদেশের সুনামগঞ্জ জেলার বাসিন্দা। তদন্তের প্রাথমিক পর্যায়ে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে তাঁরা ভারতে প্রবেশ করেছিলেন বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

এদিকে, এই দুই অভিযানের বাইরে অসমের বিভিন্ন হোমস্টে থেকে আরও ২৪ জন সন্দেহভাজন অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে আটক করার দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। সোমবার সামাজিক মাধ্যমে তিনি জানান, গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে রাজ্য পুলিশের অভিযানে তাঁদের আটক করা হয়েছে।

সৌদির বিমানবন্দরে আছড়ে পড়ল হাউথি ক্ষেপণাস্ত্র! মৃত্যু ভারতীয়-সহ ২ জনের

রিয়াদ : সৌদি আরবের দাম্মামে কিং ফাহাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ঘটনায় এক ভারতীয়-সহ দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও আটজন। আহতদের মধ্যে ভারত, ইয়েমেন ও বাংলাদেশের নাগরিক



রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। হামলার পর বিমানবন্দরের একাংশে আগুন ধরে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দ্রুত উদ্ধার ও অগ্নিনির্বাপণের কাজ শুরু হয়।

প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকালে ইয়েমেনের বিদ্রোহী গোষ্ঠী হাউথিদের হামলায় বিমানবন্দর এলাকায় এই বিপর্যয় ঘটে। নিরাপত্তার কারণে তড়িঘড়ি বিমানবন্দর খালি করার ব্যবস্থা করা হয়। কিছুক্ষণের জন্য বিমান পরিষেবাও ব্যাহত হয়। তবে পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় বলে জানা গিয়েছে।

হামলার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলবাহিনী। বিমানবন্দরের ক্ষতিগ্রস্ত অংশে আগুন নেভানোর পাশাপাশি উদ্ধারকাজ চালানো হয়। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এখনও প্রকাশ্যে আসেনি।

ঘটনার পর রিয়াদের ভারতীয় দূতাবাস পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে। দূতাবাসের তরফে জানানো হয়েছে, হামলায় হতাহতদের বিষয়ে আরও তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চলছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সঙ্গেও যোগাযোগ করা হচ্ছে। নিহতদের

পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে দূতাবাস। আহত ভারতীয় নাগরিকদের অবস্থা এবং তাঁদের প্রয়োজনীয় সহায়তা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

দাম্মাম সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর। দেশের তেলশিল্প ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কিং ফাহাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরও ওই অঞ্চলের অন্যতম প্রধান বিমান যোগাযোগকেন্দ্র। ফলে বিমানবন্দরে হামলার ঘটনা নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়িয়েছে।

ইয়েমেনের হাউথি বিদ্রোহীরা অতীতে সৌদি আরবের বিভিন্ন স্থানে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে। তবে এই ঘটনার ক্ষেত্রে হামলার সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতি, ব্যবহৃত ক্ষেপণাস্ত্রের ধরন এবং ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণ বিবরণ সম্পর্কে স্বাধীনভাবে নিশ্চিত তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি।

ঘটনার তদন্ত এবং নিরাপত্তা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার প্রক্রিয়া চলছে। হামলার পর বিমানবন্দরের পরিষেবা স্বাভাবিক হলেও ভবিষ্যতে এমন ঘটনা এড়াতে নিরাপত্তাব্যবস্থা আরও জোরদার করা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

গ্যাংস্টারদের ১৫ হাজার কোটির সম্পত্তি কেড়ে গরিবদের বিতরণ! দাবি যোগী সরকারের

লখনউ : বুলডোজারে অভিযুক্তদের বাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়া নিয়ে উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ সরকারের সমালোচনা হয়েছে। উদ্ভা প্রকাশ করেছিল আদালতও। যদিও গ্যাংস্টারদের 'অবৈধ' বাড়ি-জমি, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে আদতে রাজ্যের দরিদ্র মানুষের মাথা গোঁজার ঠাই গড়ে দিয়েছেন বলে দাবি করল উত্তরপ্রদেশ সরকার। এই বিষয়ে প্রকাশ করা হয়েছে পরিসংখ্যান।

আগামী বছরের শুরুতেই উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে বিগত সাত বছরের সাফল্যের কথা তুলে ধরেছে যোগী প্রশাসন। দাবি করা হয়েছে, গ্যাংস্টারদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা, অবৈধ স্থাপনা গুঁড়িয়ে দেওয়া এবং উদ্ধারকৃত সবচেয়ে মূল্যবান জমিগুলোতে দরিদ্রদের জন্য বাসস্থান গড়ে তোলা; এটিই এখন সরকারের মূল বার্তা। গ্যাংস্টারের বাড়ি হয়ে উঠছে দরিদ্র পরিবারের আবাস। ২০১৭ সালের মার্চ মাসে যোগী আদিত্যনাথ প্রথমবারের মতো মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ



নেওয়ার পর থেকে, রাজ্যে 'গ্যাংস্টারস অ্যান্ড'-এর অধীনে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত বা অনুরূপ পদক্ষেপের মোট অর্থমূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২১ সালের আগস্ট মাস নাগাদ তা ছিল ১,৮০০ কোটি টাকা, ২০২৩ সালের মার্চ মাসে ৯,০২২.৩৩ কোটি টাকা,

২০২৩ সালের আগস্ট মাসে ১১,৮৪১ কোটি টাকা, ২০২৪ সালের শেষ নাগাদ ১৪,২৪৬ কোটি টাকা। ২০২৬ সালের অক্টোবর মাস নাগাদ যা ১৫,২৩৩ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

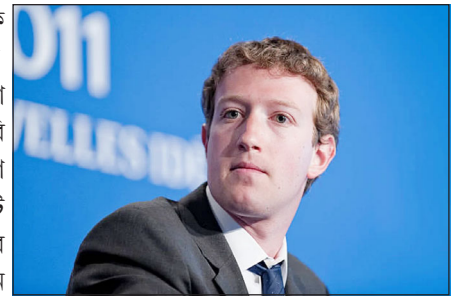
এই বিপুল অঙ্কের সম্পত্তিকে কাজে লাগিয়ে গড়ে তোলা হচ্ছে গরিবদের জন্য বাসস্থান। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, এখনও পর্যন্ত ১৪৮টি ফ্ল্যাট গড়ে তোলা হয়েছে। এর মধ্যে প্রয়াগরাজের লুকারগঞ্জে ৭৬টি ফ্ল্যাট, যা প্রয়াত গ্যাংস্টার-রাজনীতিবিদ আতিক আহমেদের নেটওয়ার্কের কাছ থেকে উদ্ধার করা জমিতে 'পিএমএওয়াই-আরবান' প্রকল্পের অধীনে প্রয়াগরাজ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নির্মাণ করেছে।

দশেরার পর দিল্লিতে দূষণ চরমে, পাঁচ বছরের রেকর্ড ভাঙল

নয়াদিল্লি: দশেরার পর বাজির ধোঁয়ায় দিল্লির বাতাসে দূষণ বিপজ্জনক মাত্রায় পৌঁছেছে। উৎসবের পরদিন বায়ুর গুণমান সূচক (একিউআই) ছিল ২৪৫। সূক্ষ্ম দূষিত কণা পিএম২.৫-এর মাত্রা প্রতি ঘনমিটারে সর্বোচ্চ ২১৭ মাইক্রোগ্রামে পৌঁছয়। পাঞ্জাবি বাগের মতো এলাকায় এই মাত্রা ৩০০ ছাড়িয়ে যায়। বৃহস্পতিবারও বাতাসের মান ছিল 'খারাপ' শ্রেণিতে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আতশবাজি থেকে নির্গত ধাতব যৌগ, ছাই, কালো কার্বন ও অতি সূক্ষ্ম কণা বায়ুদূষণ বাড়ায়। আবহাওয়ার পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে এই দূষণের প্রভাব কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েক দিন পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও বাজি পোড়ানোর ফলে রাজধানীর জনস্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে।

ফেসবুকের তথ্য সুরক্ষা নিয়ে আদালতের কড়া রায়, মেটাকে ২৫০০ কোটি ডলার জরিমানা

ওয়াশিংটন : ফেসবুক ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা নিয়ে বিভ্রান্তিকর দাবি করার অভিযোগে মেটাকে ২৫০০ কোটি ডলার জরিমানা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে মার্কিন আদালত। ভারতীয় মুদ্রায় এই অর্থের পরিমাণ প্রায় ২.৩৬ লক্ষ কোটি টাকা। বুধবার নিউ মেক্সিকোর আদালতের এই রায় প্রযুক্তি সংস্থাগুলির তথ্য ব্যবহারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিয়ে নতুন করে বিতর্ক তৈরি করেছে।



মামলার সূত্রপাত ২০২১ সালে। অভিযোগ, ফেসবুক ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত তথ্য কীভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও অন্য সংস্থার সঙ্গে ভাগ করা হয়, সে বিষয়ে মেটা বিভ্রান্তিকর বক্তব্য দিয়েছিল। ২০১৬ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে ব্রিটিশ রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থা ক্যামব্রিজ অ্যানালিটিকার বিরুদ্ধে প্রায় ৮.৭ কোটি ফেসবুক ব্যবহারকারীর তথ্য সংগ্রহ করে রাজনৈতিক প্রচারণার অভিযোগ উঠেছিল। সেই বিতর্কের সূত্র ধরেই নিউ মেক্সিকো কর্তৃপক্ষ মেটার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করে।

গত ২৫ সেপ্টেম্বর জুরি বোর্ডের রায়ে বলা হয়, ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা এবং ব্যবহারকারীদের তথ্যের উপর তাঁদের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর বক্তব্য দিয়ে মেটা নিউ মেক্সিকোর ভোক্তা সুরক্ষা আইন ৪

কোটি ৩৮ লক্ষ ৯৯ হাজার ৭২৫ বার লঙ্ঘন করেছে। প্রতিটি ইচ্ছাকৃত আইনভঙ্গের জন্য সর্বোচ্চ ৫০০০ ডলার জরিমানার বিধান রয়েছে। সেই হিসাবে সম্ভাব্য জরিমানার অঙ্ক আরও বেশি হলেও বিচারক ফ্রান্সিস ম্যাথিউ তা কমিয়ে ২৫০০ কোটি ডলার ধার্য করেন।

নিউ মেক্সিকোর অ্যাটর্নি জেনারেল রাউল টোরোজ এই রায়কে প্রযুক্তি সংস্থাগুলির জবাবদিহির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, কোনও সংস্থাই আইনের উদ্দেশ্য নয় এবং গ্রাহকদের ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করা জরুরি।

অন্যদিকে, মেটা রায়ের বিরোধিতা করে উচ্চতর আদালতে আপিল করার কথা জানিয়েছে। সংস্থার দাবি, জরিমানার পরিমাণ অসাংবিধানিক। আপিলের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত জরিমানার চূড়ান্ত পরিণতি অনিশ্চিত।

এই রায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা, গ্রাহকদের অধিকার এবং প্রযুক্তি সংস্থাগুলির দায়িত্ব নিয়ে আন্তর্জাতিক আলোচনাকে আরও জোরদার করেছে।

সনাতনী ছাড়া কেউ প্রতিমা ছুঁতে পারবে না : শুভেন্দু

কলকাতা : দশমীর সকাল থেকেই বাজছে বিসর্জনের বাদ্যি। বাপেরবাড়ি থেকে উমার কৈলাসে ফিরে যাওয়ার পালা। দুপুর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন ঘাটে শুরু হয়ে যাবে দেবী দুর্গার বিসর্জন। কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘাতে না হয়, সেদিকে কড়া নজরদারি, নির্দেশিকা জারি করেছে রাজ্য সরকার। বিসর্জনের জন্য কেমন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? সেসব খতিয়ে দেখতে এদিন সকালেই বাবুঘাটে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কলকাতা পুলিশের আধিকারিকদের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি। সেখান থেকেই মুখ্যমন্ত্রী বললেন, সনাতনী ধর্মে যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরা ছাড়া কেউ প্রতিমায় হাত দেবেন না, আমি সিপি-কে বলেছি, যাঁরা এখানে আসবেন তাঁদের নাম লিখে রাখতে। ওটাও আইডেন্টিফাই করে দিতে হবে। দা নিয়ে দানা বেঁধেছে



বিতর্ক। দশমীর সকাল থেকেই বিভিন্ন জায়গায় পূজো মণ্ডপগুলিতে সিঁদুরখেলা চলছে। দুপুরের পর থেকে কলকাতার গঙ্গার ঘাটগুলিতে বিসর্জন শুরু হয়ে যাবে। ঘাটগুলিতে বিসর্জনের চূড়ান্ত প্রস্তুতিও চলছে। কলকাতা পুলিশ ও কলকাতা পুরসভার তরফে নজরদারি চলছে। এদিন সকালে বাবুঘাটে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী। কলকাতা পুলিশের কমিশনার অজয় কুমার নন্দা, কলকাতা পুরসভার প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন গঙ্গার ঘাটে। সপ্তমীর সন্ধ্যায় কলকাতার চোরবাগানে পদপিষ্ট ও দমবন্ধ হয়ে তরতাজা ১৯টি প্রাণ চলে গিয়েছে। বিসর্জনের সময় গঙ্গার ঘাটগুলিতে প্রচুর জনসমাগম হয়। ফলে বিসর্জন ঘিরতে যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি না হয়, সেই নজরদারি চলছে।

বিজয়ার মিষ্টি আজ ইমোজিতে, হারিয়ে যাচ্ছে প্রণাম-আশীর্বাদের সেই দিনগুলি

হাতে লেখা চিঠি, মায়ের বানানো নারকেল নাড়ু, নিমকি-গজা আর প্রতিবেশীর বাড়ি বাড়ি ঘোরা; বিজয়া দশমী ছিল সম্পর্কের বাঁধন নতুন করে দৃঢ় করার উপলক্ষ। সময়ের সঙ্গে বদলেছে উৎসবের ভাষা, কমেছে মুখোমুখি সাক্ষাৎ। স্মৃতির উঠানে পড়ে রয়েছে পুরনো বিজয়ার আন্তরিকতা।

বিজয়া দশমী মানেই একসময় ছিল অন্য রকম এক ব্যস্ততা। দুর্গাপ্রতিমার বিসর্জন ঘিরে বিষাদের সুর, পাড়ার মণ্ডপে ঢাকের শেষ বোল, বাড়িতে বাড়িতে মিষ্টিমুখ, বড়দের প্রণাম আর সমবয়সীদের সঙ্গে কোলাকুলি। সেই সঙ্গে থাকত মায়ের হাতে তৈরি নারকেল নাড়ু, নিমকি, গজা কিংবা গরম গরম মালপোয়ার গন্ধ। আর ছিল দূরে থাকা আত্মীয়স্বজনের কাছে হাতে লেখা চিঠি পাঠানোর তাগিদ। উৎসব শেষ হলেও সম্পর্কের উদ্বোধন চলত আরও কয়েক দিন।

আজও বিজয়া আসে। মোবাইলের ইনবক্স ভরে ওঠে শুভেচ্ছাবার্তা। কেউ পাঠান হাসিমুখের ছবি, কেউ জড়িয়ে ধরার প্রতীক, কেউ আবার লিখে দেন, ‘শুভ বিজয়া, ভালো থাকবেন।’ কয়েক সেকেন্ডেই পৌঁছে যায় শুভেচ্ছা। কিন্তু সেই বার্তার সঙ্গে কি পৌঁছয় পুরনো দিনের আন্তরিকতা? প্রতিবেশীর দরজায় কড়া নাড়া, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করা কিংবা এক প্লেট ঘরোয়া মিষ্টি নিয়ে হাজির হওয়ার যে অভ্যাস ছিল, তা কি ক্রমশ স্মৃতির অ্যালবামে বন্দি হয়ে যাচ্ছে?

ছোটবেলার বিজয়া দশমীর ছবিটা এখনও স্পষ্ট। দুর্গাপূজোর শেষ দিন। মণ্ডপের সামনে থেকে কাপড় সরিয়ে ফেলা হচ্ছে, লরি ঢোকার জায়গা তৈরি হচ্ছে। কোথাও ঢাক বাজছে, কোথাও বিসর্জনের প্রস্তুতি। পাড়ার চোঙা মাইকে গান থামিয়ে ঘোষণা করা হচ্ছে, দুপুর থেকে দেবীকে বরণ করা যাবে। চারতলার বারান্দা থেকে উৎসবের শেষ মুহূর্তগুলি দেখতে দেখতে বাড়িতে বসে বিজয়ার চিঠি লেখার প্রস্তুতি।

এদিকে রান্নাঘরে মায়ের ব্যস্ততার শেষ নেই। লালপাড় সাদা শাড়িটি বের করে রাখা হয়েছে। স্নান, রান্না, খাওয়াদাওয়া দ্রুত সেরে পাড়ার মণ্ডপে বরণ করতে যেতে হবে। তার আগেই তৈরি করতে হবে নাড়ু, নিমকি, গজা। নারকেল কোরা হচ্ছে,

কড়াইয়ে পাক দেওয়া হচ্ছে, ময়দায় কালোজিরে মিশিয়ে তৈরি হচ্ছে নিমকির মণ্ড। অন্যদিকে মিষ্টির দোকান থেকে আসবে সীতাভোগ কিংবা আরও কিছু মিষ্টি।

মায়ের কপালে ঘাম, শাড়ির আঁচলে বারবার তা মুছে নেওয়া। সংসারের নানা কাজের মধ্যেও বিজয়ার প্রস্তুতিতে কোনও খামতি রাখা চলবে না। কারণ, এই মিষ্টি শুধু খাওয়ার জন্য নয়। প্রতিবেশীর বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য, সম্পর্কের সৌজন্য বজায় রাখার জন্য, একে অন্যের সুখ-দুঃখের খোঁজ নেওয়ার জন্য।

বাড়িতে তখন মোবাইল ফোন নেই। ইন্টারনেট কিংবা সামাজিক মাধ্যমের কথা ভাবারও অবকাশ নেই। যোগাযোগের প্রধান ভরসা সামান্যসামান্য দেখা, চিঠি কিংবা টেলিফোনের সীমিত সুযোগ। তাই বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাতে হলে সত্যিই কাউকে সময় দিতে হতো।

বহুতলের এক একটি তলায় পাশাপাশি কয়েকটি পরিবার। সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে গিয়ে প্রতিদিন দেখা, বারান্দা থেকে কথা বলা, প্রয়োজনে একে অন্যের পাশে দাঁড়ানো; এভাবেই তৈরি হতো প্রতিবেশী সম্পর্কের নিজস্ব জগৎ। বিজয়া সেই সম্পর্কে আরও একবার উষ্ণ করে তোলার সুযোগ এনে দিত।

মা-বাবা মিষ্টির প্লেট হাতে নিয়ে প্রতিবেশীর বাড়ি যেতেন। বাড়ির বড়দের প্রণাম, ছোটদের স্নেহ,

সমবয়সীদের সঙ্গে কোলাকুলি; সব মিলিয়ে কয়েক মিনিটের সাক্ষাৎও হয়ে উঠত আনন্দের উপলক্ষ।

পরদিন অন্য পরিবারও মিষ্টির প্লেট নিয়ে হাজির হতো। কারও প্লেটে থাকত নানা রকমের দোকানের মিষ্টি, কারও বাড়ির তৈরি নাড়ু কিংবা নিমকি। কখনও কারও আয়োজন একটু বড়, কখনও কারওটা সাধারণ। কিন্তু সেই আদানপ্রদানের মধ্যে প্রতিযোগিতার চেয়ে বড় হয়ে উঠত সম্পর্কের টান।

বিজয়ার মিষ্টি নিয়ে শিশুদেরও আলাদা আগ্রহ ছিল। যে কাকু-কাকিমাদের অন্য সময় প্রণাম করতে খুব একটা ইচ্ছে করত না, বিজয়ার দিনে তাঁদের বাড়িতে যাওয়ার উৎসাহ থাকত যথেষ্ট। কারণ, প্রণামের পরে জুটত নারকেল নাড়ু, কুচো নিমকি কিংবা গজা। বিকেলে বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে বেরিয়ে দল বেঁধে কোনও প্রতিবেশীর বাড়িতে ঢুকে পড়াও ছিল পরিচিত দৃশ্য। বড়রা সব বুঝতেন, মুচকি হাসতেন, মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করতেন।

এই ছোট ছোট অভ্যাসের মধ্যেই তৈরি হতো সামাজিক জীবনের এক অদৃশ্য বন্ধন। প্রতিবেশী মানে শুধু পাশের বাড়ির বাসিন্দা নন, তাঁরা হয়ে উঠতেন আত্মীয়ের মতো। উৎসবের দিনে সেই সম্পর্কের প্রকাশ ঘটত আরও সহজভাবে।

বিজয়া দশমীর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান ছিল হাতে লেখা চিঠি। দশমীর রাতেই বসে পড়তে

হতো নীল রঙের ইনল্যান্ড লেটার নিয়ে। যাঁরা দূরে থাকতেন, তাঁদের কাছে শুভেচ্ছা পৌঁছে দেওয়ার এটাই ছিল পরিচিত উপায়।

চিঠির শুরুতে থাকত ‘শ্রীশ্রী দুর্গা মাতা সহায়’, তার পর বড় করে লেখা ‘বিজয়া দশমী’। এরপর সেই চেনা সন্মোদন; বাড়ির বড়দের প্রণাম, ছোটদের স্নেহ ও ভালোবাসা জানানো, সকলের কুশল জানতে চাওয়া। কয়েকটি নির্দিষ্ট বাক্য প্রায় প্রতি বছরই লেখা হতো, অথচ প্রতিবারই তার মধ্যে থাকত নতুন করে কাছে আসার আকাঙ্ক্ষা।

বড়রা লিখতেন দীর্ঘ চিঠি, ছোটদের জন্য থাকত কয়েকটি লাইন। দূরে থাকা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা না হলেও চিঠির মাধ্যমে যেন তাঁদের কাছে ফিরে যাওয়া যেত। লেখার হাতের ছাপ, কাগজের গন্ধ, সন্মোদনের আন্তরিকতা; সব মিলিয়ে চিঠি হয়ে উঠত সম্পর্কের স্মারক।

আজ একটি বার্তা পাঠাতে কয়েক সেকেন্ডও লাগে না। ভিডিও কলের মাধ্যমে দূরের মানুষকে দেখাও সম্ভব। প্রযুক্তি যোগাযোগকে সহজ করেছে, দূরত্ব কমিয়েছে। কিন্তু চিঠি লেখার সেই অপেক্ষা, প্রিয়জনের হাতের লেখা পাওয়ার আনন্দ কিংবা নিজের হাতে মনের কথা লিখে পাঠানোর অভ্যাস অনেকটাই হারিয়ে গিয়েছে।

বিজয়ার এই সামাজিক রূপের পিছনে রয়েছে বাংলার দুর্গাপূজোর দীর্ঘ ইতিহাস। কলকাতায় অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে বনেদি পরিবার, জমিদার ও ধনী ব্যবসায়ীদের বাড়ির দুর্গাপূজো ছিল ধর্মীয় আচার পালনের পাশাপাশি সামাজিক প্রতিপত্তি প্রদর্শন এবং অতিথি আপ্যায়নের গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ। শোভাবাজার রাজবাড়ির পূজোর মতো আয়োজন সেই ঐতিহ্যের পরিচায়ক।

সময়ের সঙ্গে সর্বজনীন ও বারোয়ারি দুর্গাপূজোর বিস্তার ঘটেছে। পূজো ক্রমে বৃহত্তর সমাজের উৎসবে পরিণত হয়েছে। তার সঙ্গে বদলেছে বিজয়া পালনের পরিসরও। পারিবারিক পরিমণ্ডল ছাড়িয়ে প্রতিবেশী, বন্ধু, সহকর্মী এবং পাড়ার মানুষের মধ্যে শুভেচ্ছা বিনিময় হয়ে উঠেছে এই উৎসবের পরিচিত অঙ্গ।

অর্থনৈতিক সামর্থ্য অনুযায়ী আপ্যায়নের ধরনও ছিল আলাদা। বনেদি বাড়িতে দামি সন্দেশ কিংবা ছানার মিষ্টি পরিবেশন করা হতো। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারে ঘরে তৈরি নাড়ু, নিমকি, গজা, মালপোয়া কিংবা রসবড়াই ছিল আপনজনকে আপ্যায়নের ভরসা। আয়োজনের জাঁকজমক এক রকম ছিল না, কিন্তু আন্তরিকতার মাপকাঠি নির্ধারিত হতো না মিষ্টির দামের ভিত্তিতে।

KRC TIMES
STAY ENRICHED

STAY INFORMED, STAY ENRICHED

Breaking News
 In-Depth Analysis
 Expert Opinions
 Local & Global Stories
 Diverse Content

SCAN TO EXPLORE MORE!

or visit <https://linktr.ee/krcetimes>

KRC TIMES
STAY ENRICHED

NOMINATE YOUR FAVOURITE TEACHER

YOUR VOICE. YOUR VOTE.

Celebrating and Honouring the Educators who Inspire, Empower and Transform

Nominations are open for

North East Integration Rally
Teacher Excellence Award

2026-27

Who Can Nominate?

Students | Schools | Parents | Citizen | Self Nominate

Scan the QR & Fill the Google form

<https://bit.ly/NEIRTEA> www.krcfoundation.org



EMPOWERING YOUNG MINDS

**UNLOCK YOUR
FUTURE WITH
BRAIN VISION CLASSES**

At Brain Vision Classes,
we provide the ultimate
blueprint your books
leave out, featuring:

- Advanced Logic
- Modern Skills
and Career Focus

For Students
(Classes VI-X)

- Cutting-edge Online Modules
- Hands-on Practical Training

Scan to Enroll 

 **Know More**



www.krcfoundation.org

REGISTER TODAY! <https://bit.ly/KRCBrainVision>



info@krcfoundation.org



+91 - 9330830083



কেআরসি টাইমস ই-কপি

দৈনিক উত্তর-পূর্ব সংস্করণ



কেআরসি টাইমস

স্টেট এনরিচড

আমাদের সম্পর্কে

কেআরসি টাইমস হল কেআরসি ফাউন্ডেশনের একটি সাংবাদিকতামূলক উদ্যোগ, যেখানে আমরা আমাদের মূল দর্শন 'যোগাযোগহীনদের সংযুক্ত করা' অনুসরণ করি। আমরা না-বলা এবং না-শোনা গল্পগুলিকে সকলের সামনে তুলে ধরি, যার লক্ষ্য হল প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছানো।

কেআরসি টাইমস ই-কপি

উত্তর-পূর্ব ভারত সংস্করণ

- প্রতিদিন সন্ধ্যায় ৫ পৃষ্ঠার ই-কপি প্রকাশিত হয়
- প্রথম পাতা, সম্পদকীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও ৫ই/বিজ্ঞাপন
- ৩৬৫ দিনের জন্য মাত্র ৩০০ টাকায় সাবস্ক্রাইব করুন

কেন ই-পেপার?

প্রতিদিন সন্ধ্যার মধ্যে দ্রুত পড়ে নেওয়া যায় এমন দিনের সেরা খবর, তথ্য ও বিশ্লেষণ পান

স্বচ্ছ সাংবাদিকতা

কেআরসি টাইমস ই-কপি হল নিরপেক্ষ খবর এবং তথ্য প্রদানের একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা

কার জন্য?

ছাত্রছাত্রী, যুবসমাজ, উদ্যোক্তা, অভিভাবক এবং পেশাদার...

আপনার কপি পেতে আপনার নাম্বার পাঠান
WhatsApp: 8721838313
e-mail: krctimes@gmail.com



নলেজ রিসোর্স সেন্টার ফাউন্ডেশন
KNOWLEDGE RESOURCE CENTRE FOUNDATION

যোগাযোগ করুন

+91-8721838313

www.krctimes.com/bangla

<https://bit.ly/whykrctimes>



GROW YOUR BRAND WITH US!

KRC TIMES

Our media platform can help elevate your brand's reach and build awareness to a niche market and cover the last miles that align with your business goals and purposes.

OUR PLATFORMS:

Website

YouTube

Social Media

Magazine

E-Copy

Events

For more information, please contact us at:

www.krctimes.com

info@krcfoundation.org



DOWNLOAD ADVERTISEMENT RATE CARD
<https://bit.ly/krctimesratecard>

